JAN 28 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট ॥ ৬০টি বইয়ের মধ্যে বাজারে এসেছে মাত্র ১৪টি

মাসুদ কামাল ॥ পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সৃষ্ট সঙ্কটের অবসান হয়নি। মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বইয়ের মধ্যে বাজারে এসেছে মাত্র ১৪টি। এই ১৪টি বইও সহজলভ্য নয় কোথাও। উপজেলা, জেলা পর্যায়ে এখনও পৌছেনি বোর্ডের বই। হঠাৎ দু'এক জায়গায় পাওয়া গেলেও তার জন্য গুনতে হচ্ছে বাড়তি অর্থ। খোদ রাজধানীতেই উল্লিখিত বইগুলোর সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে কিনতে হচ্ছে তিন-চারগুণ মূল্যের নোট বই। নোট বইয়ের পাশাপাশি অবাধে চলছে পুরনো বই।

নগরীর লাইব্রেরিগুলোতে ছাত্রছাত্রী আর অভিভাবকদের ভিড় বাড়ছে প্রতিদিনই। বইয়ের অপর্যাপ্ততা, নিম্নমানের কাগজ ও বাঁধাই, বাড়তি মূল্য এবং সর্বোপরি উচ্চ মূল্যের নোট বইয়ের বাড়তি চাপে অভিভাবকরা বিরক্ত এবং বিব্রত। আজিমপুর এলাকা থেকে বেসরকারী চাকরিজীবী মোশাররফ হোসেন শনিবার বিকালে নীলক্ষেত গিয়েছিলেন তাঁর মেয়ের জন্য বই কিনতে। তাঁর মেয়ে পড়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে। তিনি জানান, দোকানে এসে তিনি জানতে পেরেছেন, বই বের হয়েছে মাত্র তিনটি। নোটসহ বইগুলো কিনতে হয়েছে তাঁকে তিন শ' ত্রিশ টাকা দিয়ে। যে দোকান থেকে মোশাররফ হোসেন বইগুলো কিনেছেন তাঁর মালিক বলেন, 'আমাদের কেনাই আছে বেশি দামে। গায়ের দামে

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট (১২-এর পাতার পর)

কেবল বোর্ডের বই বেচলে পোষাবে না। তাছাড়া গাইড বইগুলো তো ৩০ পার্সেন্ট কমিশনে দিয়েছি।' উল্লেখ্য, ষষ্ঠ শ্রেণীর যে তিনটিমাত্র বই বাজারে এসেছে তার মোট দাম ৮০ টাকা ৮৩ পয়সা। অথচ সৃষ্ট সঙ্কটের কারণে অবৈধ ও অপ্রয়োজনীয় নোটবইসহ চারগুণ দামে এই বই কিনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট ও গাইড বই বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলেও নীলক্ষেত, নিউমার্কেট, মিরপুর, বাংলাবাজারসহ সর্বত্র প্রকাশ্যে লাইব্রেরিগুলোতে এ সব বিক্রি হচ্ছে। নীলক্ষেত এলাকায় দোকানসমূহের সামনে সাইন বোর্ডের মতো করে লেখা– 'এখানে ২০০১ সালের বোর্ডের বই এবং নোট-গাইড পাওয়া যায়'। একাধিক বিক্রেতা এ প্রসঙ্গে জানায়, নোটবই এক সময় নিষিদ্ধ ছিল। এখন সম্ভবত আর নয়। নিষিদ্ধ হলে তো পুলিশ ধরত। বাংলাবাজারের প্রকাশকদের একজন জানান, পুস্তকার সঙ্গে নোটবই ব্যবসায়ীদের আঁতাত রয়েছে। নোটবই বিক্রি নিশ্চিত করতেই পুস্তকা বই ধীরে ধীরে ছাড়ছে।

নতুন পাঠ্য বইয়ের এই সঙ্কটের সুযোগে একশ্রেণীর প্রকাশক তাদের কাছে মজুদ থাকা পুরনো বই বাজারে ছেড়ে দিয়েছে। নতুন বইয়ের সঙ্গে বিষয়গত পার্থক্য খুবই সামান্য হওয়ায় বিক্রেতারা সহজেই পুরনো বই গ্রাহকদের সামনে উপস্থাপন করতে পারছে। কম দাম এবং উন্নততর বাঁধাইয়ের কারণে অনেকে কিনছেনও এ সব।

এদিকে পুস্তকার কাছ থেকে সাবকন্ট্রাক্ট পেয়েছেন এমন এক প্রকাশক পুরনো বইয়ের রমরমা ব্যবসা করছেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। সূত্রটির মতে, উক্ত প্রকাশক সাবকন্ট্রাক্ট পাওয়ার পর থেকেই গোপনে বিভিন্ন প্রকাশকের কাছে মজুদ থাকা পুরনো বই কিনতে শুরু করেন। প্রতিকপি বইয়ের জন্য তিনি এক থেকে আট টাকা করে প্রদান করেন। এখন সে সব বইই বিক্রি করছেন গায়ের দামে। এদিকে সরকার পুরনো বই বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও নতুন বইয়ের অপর্যাপ্ততার কারণেই পুরনো বই কেনা থেকে গ্রাহকদের বিরত রাখা যাচ্ছে না।

পাঠ্যপুস্তকের অব্যাহত সঙ্কট সমাজের সকল স্তরকে বিপর্যস্ত করে তুললেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তা বিন্দুমাত্র বিচলিত করছে না। মন্ত্রণালয়, টেক্সটবুক বোর্ড, দায়িত্বপ্রাপ্ত বেক্সিমকোর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান পুস্তকা– এরা কেউই এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না। ১৪টির পর বাকি ৪৬টি বই কবে নাগাদ বের হবে– সে কথাও বলছে না কেউই। তবে বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেছেন, পুস্তকা যেভাবে সকল নিয়মকানুন পদদলিত করে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো কাজ করছে তাতে আগামীতে বোর্ডের পক্ষে কোন নিয়মের কথা উচ্চারণই হাস্যকর হয়ে যাবে। এতসব সঙ্কট আর জটিলতার বিপরীতে গত শুক্রবার 'বইয়ের কোন সঙ্কট নেই' বলে প্রধানমন্ত্রীর উচ্চারিত বক্তব্য নিয়েও অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।